সংস্কৃতির পাতায় লিখতে চান ? সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বিষয় বা নিজের দেখা অনুষ্ঠানের উপর অনধিক ২০০ শব্দে নমুনা লেখা পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখা ছাপা হবে এই বিভাগে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা ঃ বিভাগীয় সম্পাদক, সংস্কৃতি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। অনলাইনেও লেখা পাঠাতে পারেন uttorerlekha@gmail.com–এ। অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র অন্তত ৭ দিন আগে পাঠান আমাদের শিলিগুড়ি অথবা মালদা অফিসে।

শাস্ত্রীয় সংগীতের ধ্রুপদি সন্ধ্যা

এনবিসিএএফ–এর আয়োজনে কিছুদিন আগেই শিলিগুড়িতে শাস্ত্রীয় সংগীতের দুই ধ্রুপদি সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছিল। সুমধুর কণ্ঠসংগীতের পাশাপাশি বিভিন্ন যন্ত্রসংগীতের অপূর্ব মূর্ছনায় দর্শক–শ্রোতারা সানন্দে ভেসে গেলেন। দীনবন্ধু মঞ্চে উপস্থিত থেকে সাক্ষী থাকলেন
কাকলি মজুমদার চাকি

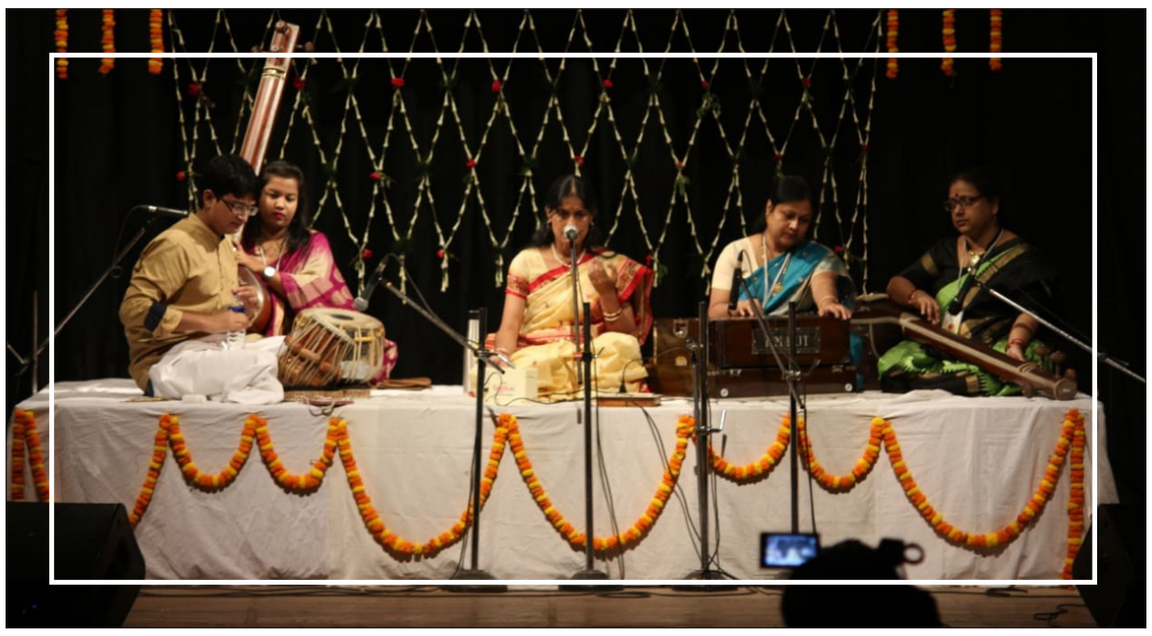

কিছুদিন আগে নর্থবেঙ্গল ক্লাসিক্যাল আর্টিস্ট ফোরাম (এনবিসিএএফ) শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে তাদের চতুর্থ নিবেদন 'রিয়াজ' পরিবেশন করল। প্রবীণ শিল্পী বৃন্দাবন সাহা ও অধ্যাপিকা বিদ্যা আগরওয়াল অনুষ্ঠানের প্রথমদিন সংবর্ধিত হন। শিল্পী রজত চক্রবর্তীর মঙ্গলবাদ্য বা পাখোয়াজ বাদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা। চৌতালে নিবদ্ধ গণেশ পরম তিনি প্রথমে নিবেদন করেন। শিল্পীর পরিচ্ছন্ন পরিবেশন এদিনের সন্ধ্যার সুরকে একটি সুউচ্চতায় বেঁধে দেয়। শুভেন্দু নন্দী শিল্পীকে হারমোনিয়ামে যথাযথ সহযোগিতা করেন। সায়ন্তন পালচৌধুরির কণ্ঠসংগীত পরবর্তী অনুষ্ঠান ছিল। সায়ন্তনের পরিশীলিত কণ্ঠ শুদ্ধকল্যাণের রূপটিকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলে। বিকাশ দে তাঁকে তবলায় সহযোগিতা করেন। অঙ্কিতা সাহার বেহালাবাদন ছিল পরবর্তী পরিবেশন। পুরিয়াধানেশ্রী রাগে বিলম্বিত একতালে গৎ, জোড় ও ঝালা অংশে সহযোগী তবলাশিল্পী অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোঝাপড়া ছিল চমৎকার। কণ্ঠসংগীতশিল্পী কুহেলি গুপ্তার চয়নে রাগ বাগেশ্রী ছিল। বিলম্বিত একতালের বিস্তার অংশে তিনি স্নিগ্ধতার পরশ রাখেন। রূপায়ণ চক্রবর্তী তাঁকে তালবাদ্যে যথাযথভাবে সহযোগিতা করেন। সুদীপ চক্রবর্তীর তবলাবাদন ছিল পরবর্তী পরিবেশন। সোহিনী দেব পরিবেশন করেন জোয়ারদার রাগ হংসধ্বনি। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করেন গৌতম দাশগুপ্ত। সোহিনীদেবীর একটি সুগীত ঠুমরির মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি।

নৃত্যগুরু রুণু ভট্টাচার্য ও অশোক দেব অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় সন্ধ্যায় সংবর্ধিত হন। শিশুশিল্পী অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাখোয়াজ বাদনের মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা। কেয়া বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেন। ছোট্ট অরিজিতের বাদনকুশলতা সবাইকে মুগ্ধ করে। কণ্ঠসংগীতশিল্পী অনসূয়া মিশ্র রাগ বেহাগ পরিবেশন করেন। প্রকাশ সেন শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করেন। শান্তনু নাথের সেতারবাদন পরবর্তী পরিবেশনা ছিল। তিনি পরিবেশন করেন রাগ পটদীপ। আলাপ থেকে শুরু করে গৎ, জোড় ও ঝালায় শিল্পী তাঁর অনন্যতার স্বাক্ষর রাখেন। তবলাশিল্পী নবাগত চন্দ তাঁকে যোগ্য সহযোগিতা করেন। কণ্ঠসংগীতশিল্পী উপাসনা দে পরবর্তী পরিবেশনায় ছিলেন। অত্যন্ত সাবলীলভাবে তিনি রাগ রাগেশ্রী পরিবেশন করেন। অরিন্দম বিশ্বাস সহযোগী তালবাদ্যে ছিলেন। বিকাশ দের একক তবলাবাদন পরিবেশন করেন। শিল্পী রুদ্রাণী সান্যালের কণ্ঠে রাগ মারুবেহাগ এদিনের সর্বশেষ উপস্থাপনা ছিল। তাঁকে তবলায় সহযোগিতা করেন অর্ঘ্য ভট্টাচার্য। দুইদিনের এই অনুষ্ঠানে তানপুরা ও হারমোনিয়ামে শিল্পীদের সহযোগিতা করেন রূপলেখা চট্টোপাধ্যায়, নন্দিতা চক্রবর্তী, সোমা পাল, দেবিকা গুহ, বিম্বিকা রায়, উৎসা কুণ্ডু, শ্রাবণী বল প্রমুখ। তাঁদের সুচারু বাক্‌বন্ধনের মাধ্যমে শাস্ত্রীয় সংগীতের এই সমারোহকে এক সুউচ্চ পর্দায় বেঁধে দেন জুঁই ভট্টাচার্য ও অমিতাভ ঘোষ। উত্তরবঙ্গের শাস্ত্রীয় সংগীতচর্চা ও তার প্রসারে এনবিসিএএফ–এর এই উদ্যোগ যথেষ্টই প্রশংসার দাবিদার।

প্রাপ্তির নৃত্যসন্ধ্যা

শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে লোকনৃত্য স্পন্দিত এক মনোরম সন্ধ্যা উপহার দিল প্রাপ্তি ডান্স অ্যাকাডেমি। সংস্থার কর্ণধার জিয়া ভাণ্ডারী শিলিগুড়ি শান্তিনগর এলাকায় তাঁর অ্যাকাডেমির নৃত্যচর্চার মধ্যে দিয়ে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার প্রয়াসে মগ্ন রয়েছেন। নৃত্যে তিনি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ভাব প্রকাশের ওপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষপাতী। আর এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই নৃত্যসন্ধ্যার অর্ঘ্য সাজানো হয়েছিল লোকনৃত্যকে প্রাধান্য দিয়ে।

শারদ উৎসবের প্রাক্‌লগ্নে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা হয় পূজা ও স্নিগ্ধার দুর্গা বন্দনায়। অতিথি হিসেবে ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের কাউন্সিলার কৃষ্ণচন্দ্র পাল ও বিশিষ্ট কত্থক শিল্পী, কোরিয়োগ্রাফার তথা নটরাজ ডান্স অ্যান্ড মিউজিক অ্যাকাডেমির অধ্যক্ষা অন্তরা রায়। অনুষ্ঠানে নাচ ছাড়াও ছিল বর্ষীয়ান আশা রায়ের অসাধারণ আবৃত্তি, মন্দিতা, অনন্যা, কুমকুম, অঞ্জলিদের সম্মেলক আবৃত্তি এবং সায়নের অন্তরঙ্গ গানের নিবেদন। 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে' নৃত্যটি সকলের নজর কাড়ে। অংশ নেন অ্যাকাডেমির শিক্ষার্থীদের মায়েরা। সকলকে আনন্দ দিয়েছে বাংলার দুটি লোকনৃত্য, অসমের বিহু, রাজস্থানি ঢোলনা, নেপালি কানেমা মেরো ঝুমকা, মারাঠি পিঙ্গা। মঞ্চ মাতিয়েছে বলিউডের দুটি নাচও। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নজর কেড়েছেন লিজা, দিয়া, সোমা, অনুষ্কা, কেয়া, শার্মিষ্ঠা, অমৃতা, আয়ুষী, নিকিতা, রেশমি, সৌরসি, পিঙ্কি, প্রিয়াঙ্কা, রূপসা, শম্পা, পৌলমি, তৃষা, মিশা, দেবস্মিতা সহ আরও অনেকেই। এদিনের অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ ছাড়াও কয়েকজনকে সংবর্ধিতও করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন সৌম্য।

–ছন্দা দে মাহাতো

চিরসুন্দরী শিলিগুড়ি

'কোচবিহারের ইতিহাস' বইটিতে শিলিগুড়ি সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন এর নাম ছিল শিলিয়াগুড়ি। তখনকার শিলিগুড়ি নামক এক অখ্যাত গ্রাম এখন এক অত্যাধুনিক শহর। সময়ের স্রোতে শহরের গল্পকথা তুলে ধরা হয়েছে এক তথ্যচিত্রের মাধ্যমে। শহরের বাচিক শিল্পীদের অন্যতম সংস্থা 'উবাচ' এই তথ্যচিত্রটি তৈরি করেছে। কিছুদিন আগে শহরের দীনবন্ধু মঞ্চে এর উদ্বোধন করেন পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব, তিনি এরকম সৃজনশীল কাজের অত্যন্ত প্রশংসা করেন এবং আগামীদিনে এরকম সৃজনশীল কাজে সাহায্যের আশ্বাস দেন। তথ্যচিত্রের পরিচালক তথা উবাচ–র কর্ণধার পারমিতা দাশগুপ্ত জানান, শুধুমাত্র শহর শিলিগুড়িকে ভালোবেসেই তাঁদের এই প্রয়াস।

এই তথ্যচিত্রে তুলে ধরা হয়েছে পুরোনো শহরের কিছু কথা (সাদা–কালো ছবির মাধ্যমে) এবং বর্তমান শহরের চিত্রপট। সম্পূর্ণটাই ভাষ্য, কবিতা, গান ও নাচের মেলবন্ধনে। এই শহরে সম্ভবত এই প্রথম এরূপ তথ্যচিত্র তৈরি হল। তথ্যচিত্রে গান ও কবিতায় রয়েছেন অমিতকুমার দে। সুর দিয়েছেন সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও একটি কবিতায় রয়েছেন শ্যামলী সেনগুপ্ত ও ডঃ প্রজ্ঞামিতা দাশগুপ্ত। সমগ্র তথ্যচিত্রের ভাষ্য রচনা ও বিন্যাস করেছেন পরিচালক নিজে।

দ্বিতীয় পর্বে তথ্যচিত্রটি প্রদর্শিত হয়। তৃতীয় পর্বে সংখ্যার নবম বর্ষপূর্তিতে উবাচ আয়োজন করে কবিতা, গান ও নৃত্যের সমারোহে এক বর্ণিল সৃজন। স্মৃতি থেকে প্রবীণ ভাস্কর দাশগুপ্তের সুকণ্ঠে 'রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি' যেমন ভালো লাগে, আবার খালি গলায় সরসী দত্তের আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে অন্যমাত্রা পায়। সমগ্র অনুষ্ঠানের সুচারু সঞ্চালনায় ছিলেন ডঃ প্রজ্ঞামিতা দাশগুপ্ত।

–নিউজ প্রতিবেদন/সংবাদচিত্র

দুই সন্ধ্যায় তিনটি নাটক

কিছুদিন আগে শিলিগুড়ির অন্যতম নাট্যসংস্থা উত্তাল দুই সন্ধ্যায় তিনটি নাটকের আয়োজন করেছিল। প্রথমদিন ডঃ অশ্রুকুমার শিকদারকে 'উত্তাল সম্মান' জ্ঞাপন করা হয়। বক্তব্য রাখেন পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। উত্তালের নির্দেশক পলক চক্রবর্তী বলেন, 'অশ্রুবাবুকে সম্মাননা জ্ঞাপন করে আমরা নিজেরাই ধন্য হয়েছি'।

এরপর মঞ্চস্থ হয় উত্তাল প্রযোজিত নাটক এক সন্ধ্যায়। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীকে বলা হয় কবির কবি, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ এবং বিহারীলালের দুই কাব্য প্রতিভার সম্পর্ক, তাঁদের কাব্যচর্চা এবং সামগ্রিকতায় শিল্পচর্চার দৃষ্টিভঙ্গী উঠে আসে। পলক চক্রবর্তীর নির্দেশনায় কলাকুশলীদের অভিনয় ছিল পরিশীলিত। এরপর মঞ্চস্থ হয় জলপাইগুড়ি সৃষ্টি মাইম থিয়েটার প্রযোজিত মূকনাট্য 'তোতা কাহিনী'। রবিঠাকুরের এই ছোটো গল্পের কাহিনি সমসাময়িক ও চিরন্তন। সব্যসাচী দত্তের নির্দেশনা এবং নাট্য কুশীলবদের অসাধারণ মূকাভিনয়ে কাহিনির বার্তা অপূর্বভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

দ্বিতীয় সন্ধ্যায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নাট্যরূপে, পলক চক্রবর্তীর নির্দেশনায় উত্তাল পরিবেশিত করে 'অগ্নিশুদ্ধি'। বাঙালী জীবনে গোয়েন্দা ব্যোমকেশ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন। তারই প্রেক্ষাপটে ছিল এই উপস্থাপনা। অভিনয়ে প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে সাবলীল। উত্তাল তাদের প্রত্যেক প্রযোজনাতেই মনে ছাপ ফেলে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

–পারমিতা দাশগুপ্ত/ছবি ঃ সূত্রধর

সচেতনতায় নাটক

লক্ষ্য রাজ্য সরকারের 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' কর্মসূচিকে আরও বেশি করে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। এই লক্ষ্যেই বান্ধব নাট্য সমাজ সম্প্রতি জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার আইসি বিশ্বাশ্রয় সরকারের লেখা একটি নাটক মঞ্চস্থ করল। 'একটি স্বপ্নের মৃত্যু' শিরোনামে এই নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন বান্ধব নাট্য সমাজের নাট্যনির্দেশক বরুণ ভট্টাচার্য। জলপাইগুড়ি পুলিশলাইনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বান্ধব নাট্য সমাজের সমস্ত কলাকুশলী শামিল হয়েছিলেন। বাস ও মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনাকে নাটকটিতে তুলে ধরা হয়। অভিনয়ে ছিলেন অভ্র সরকার, মৌলী ভৌমিক, শুভম চক্রবর্তী, টিকি ঘোষ, পুরঞ্জন ভট্টাচার্য, কানাই ঘোষ, বলাই ঘোষ প্রমুখ। বরুণবাবু বলছেন, 'পথচলতি মানুষকে দুর্ঘটনার বিষয়ে সচেতন করতেই ১৫ মিনিটের এই নাটকটির অবতারণা। এই নাটকের সম্পূর্ণ নাট্যরূপ, আবহসংগীত আমরাই করেছি। আগামীতে শহর সংলগ্ন এলাকাতেও এই নাটকটি মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা হবে। তবে আর্থিক অসংগতির জেরে সরকারি সহযোগিতা ছাড়া এই কর্মসূচি নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।' উল্লেখ্য, নাটকের পাশাপাশি এদিনের অনুষ্ঠানে লোকসংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠানও পরিবেশিত হয়।

–গীতশ্রী মুখোপাধ্যায়

লেখক শিল্পী সংঘের সম্মেলন

সম্প্রতি কামাখ্যাগুড়িতে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রায় ৪০০ শিল্পী তাতে শামিল হয়েছিলেন। উদ্যোক্তাদের অন্যতম বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী বলেন, 'আদিবাসী, রাভা, মেচ, রাজবংশী সহ বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়ে অনুষ্ঠানে আমরা উদ্যোগী হয়েছি। উত্তরবঙ্গের লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতিকে সবার সামনে তুলে ধরাটাই আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।' আরেক উদ্যোক্তা সুশীল রাভা বলেন, 'সরকারি ও বেসরকারি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে স্থানীয় লোকশিল্পী, সংগীতশিল্পী সহ স্থানীয় নাট্যদলগুলি যাতে অংশ নিতে পারে সেই উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়া শুধুমাত্র জেলা সদরে নয়, নাট্যশিল্পীদের স্বার্থে সরকারি উদ্যোগে নিয়মিতভাবে কুমারগ্রাম, কামাখ্যাগুড়ি, বারবিশায় নাট্য উৎসবের ব্যবস্থাও করতে হবে।'

–গৌতম সরকার

সাহিত্যসভা পত্রিকা

সম্প্রতি কোচবিহারের সাহিত্যসভা ভবনে 'কোচবিহার সাহিত্যসভা পত্রিকা'র হীরকজয়ন্তী বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হল। এই উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সাহিত্যসভার প্রাক্তন সভাপতি সৌমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, প্রাক্তন পত্রিকা সম্পাদক ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার, পত্রিকা সম্পাদক সোমনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি, এদিন দক্ষিণ খাগড়াবাড়িতে এক অনুষ্ঠানে 'সাহিত্যপত্র নবলিপি'–ও প্রকাশিত হয়। সহেলি দাশগুপ্ত সাহা এই পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্বে রয়েছেন। অন্যদিকে, এক অনুষ্ঠানে প্যারিমোহন দাসের লেখা আটটি ভাওয়াইয়া গানের একটি ক্যাসেট প্রকাশিত হয়। এই উপলক্ষ্যে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ তথা ভাওয়াইয়া শিল্পী সুখবিলাস বর্মা উপস্থিত ছিলেন।

–দেবদর্শন চন্দ

সুজিত স্মরণ

বিজ্ঞানের শিক্ষক তথা কবি সুজিত অধিকারী নিশিগঞ্জের বাসিন্দা ছিলেন। সম্প্রতি তাঁর স্মরণে নৈষ্টিক অ্যাকাডেমির উদ্যোগে নিশিগঞ্জ নিশিময়ী পঞ্চম পর্যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'কবি ও কবিতার আড্ডা' শীর্ষক এক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সাহিত্যিক তৃপ্তি সান্ত্রা সহ উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কোচবিহারের সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় প্রয়াত কবির 'ডাউন ট্রেনের কামরায়' কবিতার বইটি থেকে 'ফুলের জন্ম' কবিতাটি পড়ে শোনান। সাংসদ বলেন, 'সুজিতবাবুর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। তাঁর লেখা আমার এতটাই ভালো লাগত যে এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির না হয়ে পারলাম না।'

–তাপস মালাকার

হেমন্তলোকের আত্মপ্রকাশ

হরিদ্বার থেকে একটি হৈমন্তী বিকেল হাজির হয়েছিল শিলিগুড়িতে। সম্প্রতি শিলিগুড়ির ইচ্ছেবাড়িতে একটি সাহিত্য আড্ডার আয়োজন করা হয়। হরিদ্বার থেকে প্রকাশিত হেমন্তলোক পত্রিকার আত্মপ্রকাশ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচিত হল এই আড্ডায়। কবি সুজিত দাস, কবি রিমি দে, লেখক শুভময় সরকার, লেখক শৌভিক রায় ও হেমন্তলোক পত্রিকার সম্পাদক শিবু মণ্ডল ও প্রকাশক শিখা মণ্ডলের হাতে পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়। অনুষ্ঠান শুরু হয় চন্দ্রতপা ভট্টাচার্যের গান দিয়ে। এরপর ছিল শবরী শর্মারায়, অরুণাভ রাহারায়, মনোনীতা চক্রবর্তী, সুভান দাস, পীযূষ সরকার, কাকলি মুখোপাধ্যায়, রাজা সাহা, পঙ্কজ ঘোষ, শ্যামলী সেনগুপ্ত, বিবেক কবিরাজ, সুলেখা সরকার, সন্দীপন দত্ত, বৃথী সরকার, নন্দিতা রায় সহ উত্তরের একঝাঁক কবির কবিতাপাঠ। গল্পপাঠ করেন শৌভিক রায়। সাত্যকি চক্রবর্তীর খালিগলায় গান মুগ্ধতা আনে। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'কবিতা, লিটল ম্যাগাজিন ও হেমন্তলোক' শীর্ষক এক আলোচনা। রিমি দে–র সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশ নেন সুজিত দাস, শুভময় সরকার ও শৌভিক রায়। আলোচনায় উঠে আসে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন থেকে শুরু করে লিটল ম্যাগাজিনের বর্তমান অবস্থান। শিবু মণ্ডল আদতে শিলিগুড়ির বাসিন্দা হলেও কর্মসূত্রে হরিদ্বারে থাকেন। হেমন্তলোকের আত্মপ্রকাশ সংখ্যায় কবি শ্যামল সিংহকে নিয়ে বিশেষ ক্রোড়পত্র রয়েছে। বাংলা সাহিত্যচর্চায় নতুন আরেকটি পালক হয়ে এল হেমন্তলোক।

–অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়/সংবাদচিত্র

দ্যোতনার উদ্যোগ

সম্প্রতি দ্যোতনা সাহিত্য গোষ্ঠীর তরফে জলপাইগুড়ি স্টুডেন্ট হেলথ হোমে সাহিত্য আলোচনার পাশাপাশি অভিনব এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বিশিষ্ট গল্পকার অশোক গঙ্গোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন। দ্যোতনা সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক গৌতম গুহরায় বলেন, 'আমরা ধারাবাহিকভাবে সাহিত্য আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চলেছি। অনুষ্ঠানে সর্বস্তরের মানুষের উপস্থিতি আমাদের উৎসাহিত করে।' এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মা ও সুপ্রিয় রায় বক্তব্য রাখেন। বুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, বিতান শিকদারের পাশাপাশি গ্রন্থন সেনগুপ্ত সবাইকে গান গেয়ে শোনান। আবৃত্তি পরিবেশনায় ছিলেন বিশিষ্ট আবৃত্তিকার আকাশ পাল চৌধুরি। কবিতা পাঠ করে শোনান বিজয় দে।

–জ্যোতি সরকার

বাউল-সাধু-ফকিরদের জন্য

নিজের বাড়িতে বাউল, সাধু ও ফকিরদের জন্য বিশ্রামগৃহ বানিয়ে রীতিমতো নজির গড়েছেন ইসলামপুরের সমাজকর্মী স্বরূপানন্দ বৈদ্য। স্থানীয় মিলনপল্লিতে নিজের বাড়িতেই ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে প্রশস্ত ঘরটি তিনি অনায়াসেই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভাড়া দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেই পথে হাঁটেননি। নিখরচায় বাউল, সাধু ও ফকিরদের অস্থায়ীভাবে থাকার জন্য সেই বিশ্রামগৃহ তৈরির পাশাপাশি তাঁদের জন্য খাবারের বন্দোবস্তও করেছেন। ইতিমধ্যেই রাজ্যের একাধিক এলাকার বাউল, সাধু, ফকিররা বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াতের পথে সেখানে বিশ্রাম নিতে শুরু করেছেন। দেখে স্বরূপানন্দবাবু খুবই খুশি। স্ত্রী রিঙ্কু বৈদ্য একজন সরকারি কর্মী হলেও তিনিও স্বামীর ইচ্ছেপূরণে এগিয়ে এসেছেন। বর্ধমানের মাধবদাস বাউল, সুজন খ্যাপা, মুর্শিদাবাদের সুবোধদাস বাউল, উত্তর দিনাজপুরের তুলসী খ্যাপা, সুবোধ বাউল, সমীর সাধু, দুলাল গোঁসাই, ২৪ পরগনার গাঙ্গুলি সাধু প্রমুখ ইতিমধ্যেই এখানে এসেছেন।

–সুশান্ত নন্দী/সংবাদচিত্র

ব্যঙ্গগানে সচ্চিদানন্দ

সংগীতচর্চার মানুষ খুঁজলেই অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু সংগীত নিয়ে সাধনা করার মানুষ খুবই অল্প। এমনই একজন সচ্চিদানন্দ ঘোষ। সংগীতই তাঁর প্রেম, বন্ধু, লক্ষ্য আর জীবন। ১৯৮০ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত জলপাইগুড়িতে সোনাউল্লা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। বর্তমানে কলকাতার স্কুলে কর্মরত। অসম্ভব জনপ্রিয় সচ্চিদানন্দবাবু খেলাধুলা ও সমাজসেবার কাজেও যুক্ত ছিলেন। তাঁর আর্থিক সহায়তায় ও প্রশিক্ষণে বহু কৃতী ছাত্র আজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত। ছোটো থেকেই গানের ভক্ত। মূলত প্যারোডি গান করে থাকেন। গানগুলি তাঁরই লেখা। এই গানের টানেই জলপাইগুড়ির শিক্ষা ও খেলাধুলোর জগতের সুবিশাল রাজত্ব ছেড়ে একদিন পাড়ি দিয়েছিলেন কলকাতা। বাংলার সর্বত্রই অনুষ্ঠান করছেন সুনামের সঙ্গে। কলকাতার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের এখন নিয়মিত শিল্পী। তবে সময় পেলেই নাড়ির টানে ছুটে আসেন জলপাইগুড়ি। অনাবিল হাসির গান আর হাসির মধ্য দিয়ে সমাজের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। প্রায় লুপ্ত হয়ে যাওয়া এই ধরনের ব্যঙ্গগীতিকে নতুন করে জনপ্রিয় করে তুলেছেন এই প্রিয়জন শিল্পী।

–মনোজ রায়/সংবাদচিত্র